# ইএসডিও বার্তা

★ বর্ষ ২য়
★ সংখ্যা ০২
★ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৮


## শিক্ষার মান উন্নয়নে মিড ডে মিল ও স্কুল ফিডিং : প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের শিক্ষার বিকাশ আরো দ্রুততর করতে তার মান উন্নত করা প্রয়োজন। আর এ জন্যই মিড ডে মিল ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। শনিবার, (৬ জানুয়ারি ২০১৮) দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় শতভাগ মিড ডে মিল ঘোষণা ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন। উপজেলার সুজাপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ওই শতভাগ মিড ডে মিল ঘোষণা ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা অফিস। সরকারের ওই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)।

*বাকী অংশ ৫ পৃষ্ঠায়*

## দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কর্মশালা

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রংপুরে আয়োজন করা হয়। যার প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। রংপুরের আরডিআরএস ভবনের বেগম রোকেয়া মিলনায়তনে ওই কর্মশালার আয়োজন করে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সংবিধান প্রদত্ত দেশের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও বাংলাদেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে সরকার। এর ফলে দারিদ্র্যের হার শতকরা ৪৬ ভাগ থেকে ১২ ভাগে নেমে এসেছে। ক্রমেই দারিদ্র্যের হার কমছে, দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হচ্ছে এবং ২০২১ সালের আগেই আগামী ২২ মার্চ দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

*বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

### ইএসডিও'র প্রেমদীপ প্রকল্পের সহায়তায়

## দলিত সম্প্রদায়ের ১৯ পরিবার পেল মাথা গুজার ঠাই

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প হলো প্রমোশন অফ রাইটস অফ এথনিক মাইনোরিটি এন্ড দলিতস ফর ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ)। এই প্রকল্পের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়নের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ১৯টি ভূমিহীন পরিবার পেল মোট ৫৭ শতক খাস জমি। ওই পরিবারগুলোর মধ্যে ৩ শতক করে জমির দলিল গত ১৩ ফেব্রুয়ারি তাদের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী। জেলার একুশে বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওই জমি হস্তান্তর করা হয়।

*বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

## এমআরএ'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান অমলেন্দু মুখার্জীর ইএসডিও পরিদর্শন

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান অমলেন্দু মুখার্জী ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পরিদর্শন করেন। গত ৩১ জানুয়ারি, বুধবার তিনি ইএসডিও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিদর্শন ছাড়াও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

গত ৩১ জানুয়ারি এমআরএ'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান ইএসডিও এর প্রধান কার্যালয়ে পৌছালে তাকে সংস্থার পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। ইএসডিও'র চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে আয়োজিত সভায় (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। এ সময় অন্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরামের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আউয়াল, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ'র ম্যানেজার আব্দুল মতিন, মানবিক সাহায্য সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক এ এন এম ইমাম হাসনাত।

*বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

## সম্পাদকীয়

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ১৯৮৮ সালের ভয়াল বন্যার সময়ে ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকজন উদ্যোমী যুবকের একতাবদ্ধ প্রয়াসে গড়ে উঠে এ সংস্থাটি। এর পর থেকে দেশের প্রান্তিক ও সহায়-সম্বলহীন মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। যার জন্য ইতোমধ্যে ইএসডিও কুড়িয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুনাম। এই দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করেছে ইএসডিও। ইএসডিও এমন একটি সমাজের কথা চিন্তা করে যেখানে থাকবে না কোন অসাম্য ও অবিচার। এমন একটি সমাজ, যেখানে কোন শিশু ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদবে না, কোন পরিবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে না।

ইএসডিও পরিবারের মুখপাত্র 'ইএসডিও বার্তা'। ইএসডিও বার্তার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় সংস্থা কর্তৃক নানা আয়োজনের পাশাপাশি ইএসডিও'র কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা ইএসডিও বার্তার ২য় সংখ্যা। আশা করি সকলের সহযোগিতায় ইএসডিও বার্তা সংস্থার সফল মুখপাত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

## শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাক-কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ

স্কুল থেকে বিভিন্ন কারণে ঝরে পরা শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ সনদ। প্রাক-কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বিতীয় ব্যাচের ওই সনদপত্র গত ২৩ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) সকালে বিতরণ করা হয়। ইকো- সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রধান কার্যালয়ের ইটিআরসি ভবনে ওই সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঝরে পরা এই শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইস-২ প্রকল্পের' আওতায় এই সনদ বিতরণ করা হয়। ওই প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ সনদ পায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রানালয়ের, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতায় এই প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইস-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন। *বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

### ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

## প্রতিযোগিতায় আনন্দ যোগ

আনন্দ ও অশ্রু। যেন এই দুই এর মিশ্রণ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চিত্র ছিল এমনই। শিক্ষার্থীদের কারও মুখে পুরস্কার জেতার আনন্দ, কারও বিজয়ী না হওয়ায় গোমরা মুখ। তবে সব ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আনন্দ। ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের(গোবিন্দনগর) ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ চত্বরে ওই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল দৌড়সহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা। বিস্কুট দৌড়ে শিক্ষার্থীরা যেমন বিস্কুট পেয়ে আনন্দিত হয়েছে, তেমনি দর্শকদেরও আনন্দ দিতে পেরেছে। বস্তা দৌড়ের লম্বা লাফ দেখে অভিভাবকসহ সকল দর্শক ব্যাপক আনন্দ উপভোগ করে। এ ছাড়া ছিল মেয়েদের দড়িলম্ফ, ছেলেদের মোরগ লড়াই, শিশুদের হাতি উড়ে-পাখি উড়ে', 'যেমন খুশি তেমন সাজ' প্রতিযোগিতা। 'যেমন খুশি তেমন সাজ' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সৃজনশীল মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। যা অনুষ্ঠানের আনন্দ আরো বাড়িয়ে তোলে। সকলের জন্য উন্মুক্ত এই 'যেমন খুশি তেমন সাজ' প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক বিষয়ের ওপর জ্ঞান ফুটে ওঠে। শিক্ষার্থীদের কেউ চ্যাম্পিয়ান অব দ্য আর্থ -মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেজে আসে, কেউবা নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির প্রতিভূ নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে। যা ছিল সত্যিই বেশ মজার। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

*বাকী অংশ ৫ পৃষ্ঠায়*

## ভিতল ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইএসডিও'র সাসটেইনেবল আরবান ওয়াশ প্রোগ্রাম পরিদর্শন

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ভিতল ফাউন্ডেশন (VITOL Foundation)-এর অর্থায়নে ওসাপ (WSUP) বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বাস্তবায়নাধীন ''সাসটেইনেবল আরবান ওয়াশ প্রোগ্রাম''। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ২০টি লো-ইনকাম কমিউনিটিতে (এল আই সি) যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। *বাকী অংশ ৫ পৃষ্ঠায়*

# ইএসডিও সোলার প্রোগ্রাম গরীবের আধাঁর ঘরে ছড়ালো আলোর দ্রুতি

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সোলার প্রোগ্রাম। এ প্রকল্পটি এনেছে অন্ধকারে গরীব মানুষের ঘরে উজ্জ্বলতা। যেন গরীবের বাতিঘর। সৌর বিদ্যুৎ দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রকল্পের ফলে খরচও অনেক কম হয়। লোড শেডিংয়ে এই সোলারের ফলে থাকা যায় অন্ধকারমুক্ত।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) এর আর্থিক সহযোগিতায় ২০১৫ সালে ১লা আগষ্ট থেকে ওই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে ইএসডিও। বর্তমানে ৯০০ জন মানুষের বাড়িতে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই সোলার প্রোগ্রাম।

এছাড়া ইএসডিও পরিচালিত প্রমোশন অফ রাইটস অফ এথনিক মাইনোরিটি এন্ড দলিতস ফর ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ) প্রকল্পের দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ কিস্তিতে সোলার প্রদান করা হয়।

বর্তমানে সোলার প্রোগ্রাম দেশের ১০টি জেলায় বেশ সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। কাজের পরিধি বৃদ্ধির কারণে কর্ম এলাকা ০২ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ০১ জন ফোকাল, ০১ জন পিসি, ০২ জন জোনাল ম্যানেজার, ০১ জন হিসাব রক্ষক,০২ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ও ০৯ জন এসসিও কর্মরত আছেন। সোলার প্রোগামের সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে মার্কেটিং ও গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করে।

*বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

# ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্য মত বিনিময় সভা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তরুণদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভা ৮ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ'র স্কীলস ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম-(এসইআইপি) প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ওই মতবিনিময় সভা থেকে জনগোষ্ঠীর ২০ জনকে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি করা হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় যার আয়োজন করে ইকো- সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা ইএসডিও'র প্রমোশন অফ রাইটস অফ এথনিক মাইনোরিটি এন্ড দলিতস ফর ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ) প্রকল্পের কর্মক্ষেত্রের আওতাভূক্ত।

*বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

## ইএসডিও আটোমেশন সফটওয়্যার কর্মশালা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর বাস্তবায়নকৃত আটোমেশন সফটওয়্যার Microfin ৩৬০ বিষয়ক দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে ওই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইন্টারনাল অডিট টিমের জন্য আয়োজিত কর্মশালায় একটি শাখায় **MIS** এবং **AIS** পদ্ধতি ব্যবহার করে কিভাবে ডাটা এন্ট্রি করা যায়। সেই বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ইএসডিও'র ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (এমআইএস) এএইচএম শামসুজ্জামান। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে সংস্থার ফিন্যান্স কন্ট্রোলার জিল্লুর রহমান ইএসডিও'র বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় অডিট টিমের কাছে তুলে ধরেন।

# ইএসডিও'র সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ্যাডভোকেসি কর্মশালা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় এ্যাডভোকেসি কর্মশালা। মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে ওই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) যৌথভাবে কর্মশালার আয়োজন করে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি- 'সমৃদ্ধি' প্রকল্প। যার আওতায় অনুষ্ঠিত ওই কর্মশালায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সকলের অংশগ্রহণে সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় ঋণ সমন্বয়কারী মো: এনামুল হক। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: মফিজুর রহমান মনি। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: আতিকুর রহমান। কর্মশালা পরিচালনা করেন পিকেএসএফ থেকে আগত ট্রেইনার মেরিনা বেগম।

# অস্তিত্বের সন্ধানে, শিকড়ের টানে

হানিফ সংকেত

শিকড় ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, তেমন শিকড় না থাকলে বাঁচে না মানুষের সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়। আমাদের এই দেশটি যেমন ছায়াসুনিবিড় তেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধুর মায়ায় ভরা। আর এই ছায়া-মায়াঘেরা মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছে আমাদের সংস্কৃতি। বটবৃক্ষের শিকড়ের মতো আমাদের শিকড়ও যেন এই মাটিতেই বিস্তৃত থাকে। দীর্ঘদিন থেকেই আমরা 'ইত্যাদি'কে স্টুডিওর চার দেয়াল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও দৃষ্টিনন্দন গৌরবময় স্থানগুলোয় গিয়ে ধারণ করছি ইত্যাদি। উদ্দেশ্য নিজেকে জানা, নিজের শিকড়ের অনুসন্ধান করা। যেহেতু কাল বয়ে চলে তাই আজ যাকে বলছি একাল কিছু দিন পর সেটাই হয়ে যাবে সেকাল। কাল যেমন বদলায় তেমন কালের সঙ্গে বদলায় অনেক রীতি-নীতি, বদলায় সংস্কৃতি-সম্প্রীতি, এমনকি স্মৃতিও হয়ে যায় বিস্মৃতি, পাশাপাশি চলে ইতিহাস বিকৃতি। অর্থাৎ এই সংস্কৃতির সুকৃতির মধ্যে অকৃতি-দুষ্কৃতি মিশিয়ে বিকৃতি মিলেছে অনেকের। আবার নিষ্ঠা ও শিষ্টাচারের কারণে কারও কৃতি হয়েছে পরিকৃতের মতো। তেমনি একজন মানুষ হচ্ছেন ঠাকুরগাঁও জেলার মুহম্মদ শহীদউজ্জামান। যিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় সাড়ে তিন একর জায়গাজুড়ে গড়ে তুলেছেন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রমী জাদুঘর। নাম 'লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর'। জাদুঘর বলতে আমরা যা বুঝি এটি ঠিক তেমন নয়। কারণ জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'অস্তিত্বের সন্ধানে, শিকড়ের টানে'।

কবিগুরু তাঁর 'ঐকতান' কবিতায় লিখেছেন—

'চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।'

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সমস্ত বিশ্বসংসার এসব শ্রমজীবী মানুষের কর্মের ওপর ভর করে চলছে। আমরা শহর-নগর-বন্দর যে যেখানেই বসবাস করি না কেন আমাদের রসদ জোগায় এই প্রান্তিক কর্মজীবী মানুষ। কিন্তু এসব মেহনতি মানুষের রক্ত, ঘামে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য সবসময়ই থাকে উপেক্ষিত। এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের কজনের, বিশেষ করে এই প্রজন্মের কজন মানুষের পরিচয় আছে? কজন চিনি আমাদের সেই নিজস্ব শিকড়? সেই শিকড়ের টানেই ২০১৭ সালের নভেম্বরে ইত্যাদির টিম নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম ঠাকুরগাঁও জেলার পূর্ব আকচা গ্রামে। যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে এই ব্যতিক্রমধর্মী জাদুঘর।

জাদুঘর প্রাঙ্গণে গিয়ে মনে হলো সত্যিই যেন আমরা এক ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়ে এসেছি। নানান প্রজাতির ফল ও ঔষধি গাছে ঘেরা বিশাল চত্বর। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সুন্দর সাজানো বসার ঘর। বসার জন্য গাছের গুঁড়ি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন চেয়ার-টেবিল। পাখির কলকাকলিতে মুখর এই জাদুঘরে এলে মনে অন্যরকম প্রশান্তি আসে। কথা প্রসঙ্গে জাদুঘরের উদ্যোক্তা, একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, মুহম্মদ শহীদউজ্জামান জানালেন, 'লোকায়ন কোনো আভিধানিক শব্দ নয়। লোকজ সংস্কৃতি ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা ও সংগ্রামে ব্যবহৃত বিচিত্র সব উপকরণভিত্তিক এই জাদুঘর লোকজ মানুষের জন্য। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর।'

লোকায়ন জাদুঘরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গৌরব সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, যাদের রক্ত, ঘামে আজকের এই সভ্যতা, তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের শিকড় না জানলে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। 'অস্তিত্বের সন্ধানে, শিকড়ের টানে' প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরে রয়েছে চারটি স্বতন্ত্র গ্যালারি— 'তৃণমূল লোকজ গ্যালারি', 'নদী গ্যালারি', 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী গ্যালারি' ও 'মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি'। শহীদউজ্জামান জানান, 'লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের' সংগৃহীত কোনো উপকরণই কেনা নয়, সংস্থার কর্মী ও বিভিন্ন ব্যক্তির দান করা উপকরণ দিয়েই সাজানো হয়েছে এই জাদুঘর।

প্রথমেই গেলাম তৃণমূল লোকজ গ্যালারিতে। অভিভূত হলাম। গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে আমাদের প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের অর্থাৎ আমাদের মূল চালিকাশক্তি কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, লোকশিল্পীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন-জীবিকা, কর্ম, হাসি-কান্না-বিনোদনের নানান দুর্লভ উপকরণ দিয়ে; যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কৃষিজ উপকরণ থেকে শুরু করে চিকিৎসা, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, অলংকার, ধর্মীয়, গৃহস্থালি, খেলাধুলা, এমনকি দলিল ও প্রাচীন নথিপত্রের নমুনাও রয়েছে এখানে। যেমন— লাঙল-জোয়াল, গাঁইতি, তুলি, জলা, খুন্তি, বিভিন্ন আকৃতির রেডিও, হামানদিস্তা, তবিজ-কবজ, কাড়া-নাকাড়া, একতারা-দোতারা, আকড়াই। সুলতানি আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা, প্রচলিত কথায় আমরা যেটাকে 'ফুটা পয়সা' বলি তাও বিশেষভাবে রাখা হয়েছে এখানে। এই ট্যাব, মোবাইল আর আইপ্যাডের যুগে এখানে এলে শিশুরা দেখতে পাবে, লাটাই, গুলতি, লাটিম, ঘুড়ি, মার্বেল, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলার নানান সামগ্রী। এসব দেখলে এক নিমিষেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে ছেলেবেলার নানান স্মৃতি। নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন অনেকেই। এ ছাড়া রয়েছে নানান আকৃতির টর্চলাইট, হ্যাজাকবাতি, হারিকেন। একসময় গ্রামে যাদের বাড়িতে বড় টর্চলাইট থাকত তাদেরই বলা হতো বিত্তশালী। দর্শনার্থীদের কাছে চমৎকারভাবে এ বিষয়গুলো তুলে ধরেন গাইড। গ্যালারির মাঝখানে চমৎকার একটি শোকেসে সাজানো রয়েছে নানান ধরনের দলিলপত্র, মানি অর্ডার ফরম, খাজনা আদায়ের রসিদ, মৌজা ম্যাপ। রয়েছে মাটির তৈরির সানকি, চাকর, হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসনসহ পিঠা বানানোর নানান উপকরণ। এ সময়ে শহরের বাড়িঘরে সেভাবে পিঠা তৈরি না হলেও বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে কিংবা বাজারে ভ্যানের ওপর পিঠা বানানোর পসরা সাজিয়ে বসেন অনেকেই। আমাদের এই ষড়ঋতুর দেশে এখন চলছে শীতকাল। এই শীত নিয়েও নানারকম বচন আছে। যেমন— 'মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে'। বিশ্ব উষ্ণায়নের এই যুগে মাঘ মাসে বাঘ আর কত দিন কাঁপবে তা যেমন জানি না তেমন আমরা যেভাবে শিকড় ভোলার খেলায় মেতেছি তাতে 'শীতকালে শীত গায়-আগুন চাইলের পিঠা খায়' এই বচনই বা কত দিন থাকবে, তাও বলা মুশকিল।



লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের একটি ব্যতিক্রমী গ্যালারি হচ্ছে নদী গ্যালারি। পৃথিবীর আর কোথাও এ ধরনের গ্যালারি আছে কিনা আমার জানা নেই। বাংলাদেশ নদীমাতৃক। আমাদের জীবনের এক বৃহৎ অংশই নদ-নদীনির্ভর। যদিও বহু নদীর অস্তিত্বই এখন আর নেই। তবুও প্রায় ২০০ নদ-নদীর পানি সংরক্ষিত আছে এই নদী গ্যালারিতে। কাচ দিয়ে নির্মিত বিশেষ ধরনের পাত্রে এই পানি সংরক্ষণ করা হয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, আড়িয়াল খাঁ, কীর্তনখোলা, রূপসা থেকে শুরু করে আরও অনেক নাম না জানা নদ-নদীর পানি। যারা কক্সবাজারে ধারণ করা ইত্যাদির ২৯ ডিসেম্বর প্রচারিত পর্বটি দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, নদ-নদীর পানি সংরক্ষণ করা কাচের পাত্রগুলো কত সুন্দরভাবে দর্শনার্থীদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বোতলের গায়ে নদ-নদীর নাম এবং নদ-নদী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব তথ্যই রয়েছে। যেসব নদ-নদীর অস্তিত্ব এখন নেই অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হারিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি হারিয়ে যাওয়া অনেক নদ-নদীর পানিও এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শুধু নদ-নদীর পানিই নয়, রয়েছে বেশ কটি মহাসাগরের পানি। আরব সাগর, নীল সাগর থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগরের পানি। রয়েছে সাতটি মহাসাগরের বালুও।

শুধু নদ-নদী বা সাগরের পানিই নয়, নদ-নদীভিত্তিক নানান তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণ রয়েছে এখানে। অর্থাৎ বাংলাদেশের নদ-নদীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং এ-সংক্রান্ত তথ্য, নদ-নদীভিত্তিক নানান উৎসব, নৌকা, নৌকাবাইচ, গান, বন্যা, জেগে ওঠা চর, মৎস্যসম্পদ, জলজ উদ্ভিদ, জেলে সম্প্রদায় সম্পর্কিত নানান তথ্য এবং রয়েছে মাছ ধরার প্রাচীন ও বর্তমান আমলের নানান উপকরণ। এই গ্যালারিতে এসে দর্শনার্থীরা পরিবেশসচেতনতার মাধ্যমে খাল-বিল, নদী-নালাকে রক্ষায়ও উদ্বুদ্ধ হবে।

এই জাদুঘরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্যালারি হচ্ছে সমতলে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী গ্যালারি। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা ইত্যাদি নৃ-গোষ্ঠীর ব্যবহৃত কৃষি, বাসস্থান, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিকার, নৃত্য-গীত বাদ্যের নানান উপকরণ রয়েছে এই গ্যালারিতে। দৃষ্টিনন্দন এই গ্যালারিটি তৈরিও করেছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কর্মীরা।

লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের একটি বিশেষ গ্যালারি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি। যেটি উদ্বোধন করা হয়েছে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অর্জন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাস-আলোকচিত্র, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে এই গ্যালারিতে। মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে দেশের সব স্বীকৃত বধ্যভূমির মাটি এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মারক। এখানেও বিশেষভাবে নির্মিত কাচের পাত্রে বধ্যভূমির মাটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন করাই এই গ্যালারির মূল লক্ষ্য।

এখানেই শেষ নয়, আমাদের ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষিভিত্তিক ছয়টি উৎসব পালন করা হয় এই জাদুঘরে। বর্ষায় বর্ষামঙ্গল উৎসব, শীতে পিঠা উৎসব, অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব, মঙ্গাকাল অর্থাৎ প্রতি বছর বাংলা কার্তিক মাসে মঙ্গার স্মৃতিভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং বছর শেষে চৈত্রসংক্রান্তি অর্থাৎ বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও করা হয়।

এসব অনুষ্ঠানে আমাদের গ্রামীণ লোকজ গান, ধামের গান, ভাওয়াইয়া ও কবিগানের আসর বসে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে উপভোগ করেন এসব অনুষ্ঠান। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এখানে বেড়াতে আসা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন লোকায়নের উদ্যোক্তা শহীদউজ্জামান নিজেই। পাশাপাশি দেখানো হয় শিশুতোষ চলচ্চিত্র।

এ ধরনের জাদুঘর তৈরির কারণ জানতে চাইলে শহীদউজ্জামান বলেন, 'আমাদের যেহেতু মূল অস্তিত্বই হচ্ছে গ্রাম তাই গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধানটা দূর করা এবং আমাদের নবীন প্রজন্মকে অস্তিত্বের টানে এই শিকড়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার চিন্তা মাথায় আসে। গ্রামের কাছে রয়েছে আমাদের অনেক ঋণ। আর গ্রামই হচ্ছে আমাদের শিকড়।'

জানতে চেয়েছিলাম, 'এই জাদুঘরে কেমন সাড়া পাচ্ছেন অর্থাৎ শিকড়ের টানে কেমন দর্শনার্থী আসছেন?'

হেসে বললেন, 'সবারই কমবেশি শিকড়ের টান আছে। সুতরাং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে নিশ্চয়ই আসবে। আমার এই জাদুঘরে পর্যায়ক্রমে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে অনেক শিক্ষার্থীই নিয়মিত এখানে আসেন, ঘুরে ঘুরে দেখেন, পরিচিত হন আমাদের শিকড়ের সঙ্গে।'

শহীদউজ্জামানের আশা আজকের এই প্রজন্ম লোকায়নের এসব উদ্যোগের মাধ্যমে 'অস্তিত্বের সন্ধানে, শিকড়ের টানে' আরও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। তিনি তার এই উদ্যোগগুলোকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করতে চান; যা আগামী দিনে এ দেশের চেতনাকে আরও বেশি শাণিত করবে।

কথায় আছে, 'যার নেই অনুভব, তার সবই সম্ভব'। এসব সম্ভবের ব্যবসা শুধু পিয়াজ-রসুনে নয়, শিল্প-সংস্কৃতিতেও ঢুকে পড়েছে। যে কারণে শহীদউজ্জামানদের মতো নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যাওয়া প্রচারবিমুখ মানুষদের মূল্যায়ন হয় না। যারা কাজ করেন নিজের দায়বোধ থেকে। যাদের দ্বারা 'সব সম্ভব' নয়।

আমাদের রয়েছে নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি। আছে আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। অথচ আজকাল অনেকেই সংস্কৃতিচর্চাকে ফ্যাশনে রূপান্তরিত করে সংস্কৃতির প্রকৃতিকে বিকৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। অথচ আকাশ সংস্কৃতির দাপটে অস্থির এই যুগে শহীদউজ্জামান কি নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রেখেছেন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

তার সৃষ্টি অস্তিত্বের টানে, শিকড়ের সন্ধানে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর সত্যিই এক বিস্ময়কর সংগ্রহশালা। যেখানে গেলে হাজার বছরের জীববৈচিত্র্যের সন্ধান যেমন পাওয়া যায়, তেমন অন্তরে অনুভব করা যায় শিকড়ের টান। ঠাকুরগাঁওয়ের এক নিভৃত পল্লীতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিলাসবহুল বাগানবাড়ি বা রিসোর্ট তৈরি না করে শহীদউজ্জামান আমাদের লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার যে জাদুঘর তৈরি করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই জাদুঘরের নতুন সংযোজন মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন বধ্যভূমির মাটি ও স্মারক দর্শনার্থীদের, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরাও আশা করছি, দেশের নানান প্রান্ত থেকে অস্তিত্বের সন্ধানে, শিকড়ের টানে এখানে ছুটে আসবে নবীন প্রজন্ম। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক— দেশ ও দেশের মাটিকে ভালোবাসা। সবাই মিলে দেশের সমৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আসা।

■ লেখক : গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়ন কর্মী।

## শিক্ষার মান উন্নয়নে মিড ডে মিল

*১ম পৃষ্ঠার পর*

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, দরিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব রাম চন্দ্র দাস, দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- ফুলবাড়ী উপজেলার নির্বাহী অফিসার আব্দুস সালাম চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধি হাফিজা খান, ফুলবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান বাবুল, ফুলবাড়ী উপজেলার বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও চাঁদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হাসান আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ এখন যে জায়গায় গিয়েছে, এটাকে আরো মজবুত করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা জাতি হিসেবে যা পারি পৃথিবীর অন্য কোন দেশ তা পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এমনভাবে বিনিয়োগ করতে চাই, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

'অন্যের উপর নির্ভর না করে বাংলাদেশের মানুষকে নিজেদের স্বক্ষমতা দেখাতে হবে' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা দেশকে এগিয়ে নেয়ার যুদ্ধে নেমেছি। আর তার জন্য আমাদের শিশুদের মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। আগের চেয়ে শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে এমন উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষকদের সকলকে বোঝাতে হবে স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো মানুষ তৈরির কারখানা। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোতে পরিবর্তন আনা উচিত কিনা তা ভাবতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, আমরা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। আর তার জন্য মান সম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। যাতে আমাদের শিশুরা ভাল শিক্ষা পেতে পারে।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান বলেন, শিশুদের শিক্ষার মান উন্নত করতে না পারলে আমরা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বো। এ জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষার মান উন্নত করার সব ধরণের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বর্তমান সরকারের বাস্তবায়িত মিড ডে ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সহযোগি হতে পেরে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ২০২০ সালে সারা বাংলাদেশে সরকারের হাতে নেয়া স্কুল ফিডিং কার্যক্রমেও ইএসডিও ভূমিকা রাখতে চায় বলেও এ সময় উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, দেশের দরিদ্র পীড়িত শিশুদের জন্য চালু রয়েছে স্কুল ফিডিং প্রকল্প। এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের মাঝে পুষ্টিকর বিস্কুট বিতরণ করা হয়। যা দরিদ্র পীড়িত শিশুদের শিক্ষার উন্নয়ন কার্যকর করা ছাড়াও ওই শিশুদের ঝরে পরা রোধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

## ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া

*২য় পৃষ্ঠার পর*

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার দেওয়ান লালন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার শাহীন আখতার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। এ ছাড়া জেলার বরেণ্য ব্যক্তি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ শিক্ষার পাশাপাশি কো-কারিকুলাম কর্মকান্ডেও গুরুত্ব প্রদান করে থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ দিনটি সকলের জন্য আনন্দের। তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যাওয়ার্ড পাওয়া ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় অর্জন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার দেওয়ান লালন আহমেদ ছেলে-মেয়েরা ভার্চুয়াল জগতে কি শিখছে তার দিকে নজর দেওয়ার জন্য সকল অভিভাবককে আহ্বান জানান। তিনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন না ব্যবহার করার পক্ষে মত দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা শিক্ষা অফিসার শাহীন আখতার ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রশংসা করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কর্মকান্ডে যত নান্দনিকতার পরিচয় দিয়েছে, তা আর অন্য কোথায় দেখা যায় না। সভাপতির বক্তব্যে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, শিক্ষা হতে হবে আনন্দময়। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ সব সময় তার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিনি সকল বিদ্যালয় গুলোতে আনন্দময় পাঠদান করে শিক্ষার মান উন্নয়নে আবদান রাখার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

এর আগে জাতীয় পতাকা, প্রতিষ্ঠানের পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান অতিথি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। পরে মশাল প্রজ্জ্বলন ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘোষণা করা হয়।

## ভিতল ফাউন্ডেশন কর্তৃক

*২য় পৃষ্ঠার পর*

চলতি বছরের গত ৩০ জানুয়ারি দাতা সংস্থা ভিতল ফাউন্ডেশনের ওয়াটার- স্যানিটেশন এন্ড হাইজিনের হেড মি. রিজিস গ্যারানডিউ *(Regis Garandeau)* এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, ''সাসটেইনেবল আরবান ওয়াশ প্রোগ্রাম'' প্রকল্পের আওতায় ২০টি এলআইসি'তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা নিশ্চিত, এর যথাযথ ব্যবহার ও হাইজিন প্রমোশন বিষয় সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

মি. রিজিস গ্যারানডিউ এর প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন কালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওসাপ বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুস শাহিন, ওসাপ বাংলাদেশের স্যানিটেশন লিড হাবিবুর রহমান, ইএসডিও'র এ্যাডভাইজার আবু আজম নূর, প্রজেক্ট ম্যানেজার এ টিএম রুহুল ইসলামসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এ ছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দসহ উপকারভোগীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকারী দলটি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হঠাৎনগর (এরশাদ নগর), চুড়িপট্টি এবং রবাটসনগঞ্জ এলআইসি সমূহে নির্মিত ও নির্মানাধীন কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ক্লিনিং ম্যাটারিয়ালস, নলকূপ, প্লাটফর্ম, হাইজিন সেশন সহ অন্যান্য কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ০৩ টি কমিউনিটির দরিদ্র মানুষের পানি, পায়খানা ও হাইজিন সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় নিয়ে কমিউনিটির জনগণের সাথে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। পরিদর্শন শেষে তারা ইএসডিও-সাসটেইনেবল আরবান ওয়াশ প্রোগ্রামের প্রকল্প অফিসে কর্মরত সকল কর্মীবৃন্দের সাথে প্রকল্প কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক, পরবর্তী করণীয় বিষয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

## দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা

*১ম পৃষ্ঠার পর*

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, চলতি অর্থ বছরে ২৩ টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ২০ ধরণের ভাতা বাবদ ব্যয় হচ্ছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা। যা জাতীয় বাজেটের ১৩ শতাংশ। তবে তিনি সুবিধাভোগীর তালিকা ভুক্তিতে অনিয়ম দৈন্যতা নিরসন করে প্রকৃত উপকার ভোগীদের এই কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহমেদ, রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশানর মিনু শীল সহ রংপুর বিভাগের সকল জেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ জেলার বিভিন্ন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা অংশ নেন।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, উপাকারভোগী পর্যায়ে যে ফিডব্যাক ম্যাকানিজম সেটি খুব শক্তিশালী না। ফিডব্যাক ম্যাকানিজমের ক্ষেত্রে শুধু যে ফিনান্সিয়াল বিষয় থাকে তা না, ফিনান্সিয়াল বিষয়ের পাশাপাশি যখন একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়, তখন এই ডিজাইনে অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণও কম থাকে।

## দলিত সম্প্রদায়ের

*১ম পৃষ্ঠার পর*

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এর আগে জেলার জেলা প্রশাসক (তৎকালীন) আব্দুল আওয়াল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই মাসের ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯টি পরিবারের জন্য ৩ শতক করে ওই ৫৭ শতক খাস জমির বন্দোবস্ত করেন। যার সহযোগিতায় ছিলেন ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা।

দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন, ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সংসদ সদস্য ইয়াসিন আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সেলিনা জাহান লিটা, ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল, ঠাকুরগাঁও জেলা পুলিশ সুপার ফারহাদ হোসেন, ঠাকুরগাঁও জেলা পরিষদের সদস্য সাদেক কুরাইশী, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসলাম মোল্লা, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: আতিক এস.বি সাত্তার প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সমতল অঞ্চলের আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকে কাজ শুরু করে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর প্রেমদীপ প্রকল্প।

## ইএসডিও সোলার প্রোগ্রাম

**৩য় পৃষ্ঠার পর**

২০১৫ সালে ১ জন এপিসি, ১ জন স্টোর ইনচার্জ, ২ জন এরিয়া ম্যানেজার, ০১ জন হিসাব রক্ষক, ৬ জন এসসিও মিলে ওই সোলার প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সুবিধা বঞ্চিত বিদ্যুৎ বিহীন এলাকায় আলোর মুখ দেখানো। তখন ইডকল অনুমোদিত বিভিন্ন ওয়াটের (যেমন: ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬৫, ৭৫, ৮৫, ১০০, ১৩০) সোলার হোম সিস্টেম প্যাকেজ হিসেবে এই প্রকল্পে বিক্রি শুরু হয়। সাধারণ মানুষের আয়ের কথা ভেবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধায় সোলার প্রদান শুরু হয়। যার প্যাকেজ মূল্য ইএসডিও কর্তৃক নির্ধারিত। বিভিন্ন মেয়াদী সার্ভিস চার্জ সহ সুযোগ সুবিধা উল্লেখ করে প্রচার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম অবস্থায় তেমন সাড়া না পেলেও ইএসডিও'র বিভিন্ন প্রজেক্ট এর সহযোগিতায় তা ২ মাসের মধ্যে ভালো অবস্থান তৈরি করে নেয়। যা বর্তমানে ৯০০ জন সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়। বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণে সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি থানায় টিআর-কাবিটা'র মাধ্যমে প্রায় ৪০০টি এসি সোলার স্থাপন করা হয়েছে। যা সোলার প্রোগ্রামকে বিশেষ অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। ইএসডিও পরিচালিত প্রেমদীপ প্রকল্পের দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ কিস্তিতে সোলার প্রদান করা হয়। প্রেমদীপ প্রকল্পে ব্যাপক সাড়া পেলে প্রকল্প থেকে তাদের এলাকার বিভিন্ন মূল জায়গায় (গীর্জা, স্কুল, সমাবেশের স্থান) সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প স্থাপন করা হয়, যা স্বয়ংক্রিয় রয়েছে। স্ট্রিট ল্যাম্পের সুবিধা জানতে পেরে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক প্রশাসন খুশি হয়ে ইএসডিও পরিচালিত লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর চত্বরে ১০ টি সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প স্থাপন করিয়ে নেন যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

## এমআরএ'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান

*১ম পৃষ্ঠার পর*

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। মত বিনিময় সভায় ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ অতিথিদের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এ সময় অমলেন্দু মুখার্জী ইএসডিও'র প্রশংসা করে বলেন, 'আপনারা জনগণের জন্য কাজ করছেন জেনে আমি অনেক খুশি। জনসাধারণের অধিকারগুলো তাদের কাছে তুলে দেন।' পরে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে ও ক্রেস্ট তুলে সংবর্ধনা জানান। পরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**ইএসডিও'র কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে অমলেন্দু মুখার্জী :**

গত ১লা ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার ইএসডিও'র মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচি উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অমলেন্দু মুখার্জী। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৩ নং আক্চা ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫'শত কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরামের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আউয়াল, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, ৩ নং আক্চা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুব্রত বর্মন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে মানবিক সাহায্য সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক এ এন এম ইমাম হাসনাতসহ ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ওই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অমলেন্দু মুখার্জী ইএসডিও'র মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচি জনবান্ধব কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন। সরকারের এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আমরা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালানো সকল সংস্থাকে বলি টাকা নেয়ার পাশাপাশি সেই টাকার একটি অংশ দিয়ে আপনারা সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড চালিয়ে যাবেন। কিন্তু ইএসডিও'কে আমাদের সেই কথা বলতে হয় নি। এই সংস্থাটি স্বেচ্ছায় এই কাজটি করছে। তিনি আরো বলেন, ইএসডিও শুধু আয়ই করে না, তারা অনেকগুলো ভাল কাজ করে যাচ্ছে। যা সত্যিই অনেক প্রশংসার দাবী রাখে।

সভাপতির বক্তব্যে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আগামীতে তার সংস্থা আরো সমাজের পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক সামাজিক কাজ করবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, এ অঞ্চলের মানুষের সত্যিকারের দু:খ লাঘবের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তিনি এ অঞ্চলটির উন্নয়নে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফোরামের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আউয়াল ভবিষ্যতে শীতার্ত মানুষের মাঝে ইএসডিও এমনভাবে আরো কম্বল বিতরণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এ দিকে ওই দিন দুপুরে ইএসডিও'র মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচি পরিদর্শন করেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান অমলেন্দু মুখার্জী। তিনি ইএসডিও'র মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচির ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ২১ নং ঢোলারহাট ইউনিয়ন পরিষদের জোতপাড়া সুরমা ইকো মহিলা সমিতির বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হতে বলেন। তিনি সমিতির কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের সোচ্চার হওয়ার সঙ্গে প্রত্যেক সদস্যের উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ দেন ও সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি কয়েকজন সদস্যের বাড়িও প্রদর্শন করেন। এর আগে সকালে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পূর্ব আক্চায় অবস্থিত ইএসডিও'র লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরসহ বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিদর্শন করেন এমআরএ'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান।

## শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাক-কারিগরি

*২য় পৃষ্ঠার পর*

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের সহকারী পরিচালক মখলেসুর আলম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার লিয়াকত আলী, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার আনিসুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইস-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীরা আগামীতে তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সরকার ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে তা পূরণ হবে বলেও আশা রাখেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সরকার সকল কিছু ব্যয় করছে তোমাদের জন্য। তাই তোমাদের এর প্রতিদান হিসেবে নিজেদের উন্নতি সাধন করতে হবে। আর তাহলেই সরকার প্রতিদান পেয়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টা থাকতে হবে, এই প্রশিক্ষণ নিয়ে তা কাজে লাগাতে হবে। আর কাজের প্রয়োজনে যেখানেই যাওয়ার প্রয়োজন হোক যেতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, এ প্রকল্পটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হবে। যে ১০০ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারাই এ অঞ্চলের বেকারত্ব দূরীকরণের আলোকবর্তিকা হবে বলেও এ সময় আশা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি ইএসডিও'র প্রশংসা করে বলেন, ইএসডিও'র প্রশিক্ষণ অনেক উন্নতমানের। বাংলাদেশে যে কয়েকটি বে-সরকারি সংস্থা মানুষের জন্য কাজ করছে তার মধ্যে এই সংস্থার অন্যতম।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার লিয়াকত আলী প্রশিক্ষণ পাওয়া ওই শিক্ষার্থীদের আগামীতে যত্ন করে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, তোমাদের কাজের মধ্য দিয়েই কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তোমরা এগিয়ে গেলে দেশ এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার বলেন, আমরা সবোর্চ্চভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে শিক্ষার্থীদের এই প্রশিক্ষণ তাদের কাজে লাগে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণ তোমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে হবে। তিনি ইএসডিও'তে আসার জন্য ওই প্রকল্পের পরিচালকসহ অতিথিদের ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য অতিথিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

## ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তরুণদের

*৩য় পৃষ্ঠার পর*

মত বিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, ওই তরুণদের জন্য প্রশিক্ষিত কাজের সুযোগ রয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ'র অর্থায়নে স্কীলস ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম-(এসইআইপি) ঠাকুরগাঁও জেলায় বাস্তবায়ন করছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ইকো ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ইআইটি)। এর প্রকল্পের মধ্যে চলমান রয়েছে- আউট সোর্সিং (আইসিটি), গ্রাফিকস ডিজাইন, ওয়েব্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন, ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভলপমেন্ট, আইটি সাপোর্ট সার্ভিস।

সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র এসইআইপি প্রকল্পের উপ প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক জিতেন্দ্র কুমার রায়, পিকেএসএফ'র এসইআইপি প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার জুয়েল আহমেদ সরকার, উদয় (মির্জাপুর,টাঙ্গাইল) এর জব প্লেসমেন্ট অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, টিএমএসএস- এর কো-অর্ডিনেটর সেলিনা আখতার, ইকো ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি-ইআইটি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার গোলাম রহমান আল আমিন (মামুন) প্রমুখ।

সভায় বক্তারা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তরুণ সদস্যদের কারিগরি কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। যারা উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের জন্য পিকেএসএফ এর অর্থায়নে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান তারা। প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরীর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে বলে এ সময় জানানো হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, এই প্রশিক্ষণের ফলে তাদের বেকারত্ব নির্মূলের পাশাপাশি কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এ ধরণের কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে নিয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের সন্তানদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের সূচনা করতে পারে। সেলাই, ইলেক্ট্রনিকস, মটর ম্যাকানিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে মোটা অংঙ্কের অর্থ আয় করা যেতে পারে বলেও মত দেন বক্তারা।

বক্তারা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সন্তানরা যদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে চায় তবে তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণের সময় থাকা ও খাওয়ার জন্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তারা।

ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কারে 'গ্রীণ ঠাকুরগাঁও-ক্লীন ঠাকুরগাঁও' স্লোগান কাজ করছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)।

গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন তৈরির জন্য টিন বিতরণ করে সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট। ওয়াটার এইডের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)।

# ইকো পাঠশালা ও কলেজের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড অর্জন

শেষ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, গত ২০ জানুয়ারি ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঠাকুরগাঁও এর ইকো পাঠশালা ও কলেজকে ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড প্রদত্ত সনদপত্রে ব্রিটিশ কাউন্সিলের চীফ এক্সিকিউটিভ স্যার সিয়ারান দিভান ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ ও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের(ইএসডিও) পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতারকে লিডিং দ্যা ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল লার্নিং ইন দ্যা স্কুলে ভূষিত করেন।

এ উপলক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি সকালে কোরআন তিলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে আনন্দ উৎসবের শুরু হয়। এতে যুক্ত হন ঠাকুরগাঁও জেলার বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান 'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা' এই গানটির মধ্য দিয়ে ইকো কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পরে ইকো পাঠশালা ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, শ্রেণী ভিত্তিক ভাবে ইকো পাঠশালা ও কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

এর আগে আলোচনা সভায় ইকো পাঠশালা ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, আজকে আমাদের জন্য এই দিন অনেক আনন্দের ও গর্বের। আমরা আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারসহ তার প্রতিষ্ঠানকে সংবর্ধিত করছি।

তিনি বলেন, দেশের উত্তর জনপদের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি আন্তজার্তিক মানের পুরস্কার প্রাপ্তি শুধু আমাদের জন্যই নয় সকলের জন্যই উৎসাহের বিষয়। সকলের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এমন আন্তজার্তিক মানের একটি অ্যাওয়ার্ড পাওয়া গিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এ অ্যাওয়ার্ড আগামী দিনে ঠাকুরগাঁও অঞ্চলকে ভবিষ্যতে শিক্ষা নগরী হিসেবে চিনতে কাজ করবে। একই সঙ্গে তিনি অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান।

ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বলেন, আমরা একটি আন্তজার্তিক মানের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, যা সত্যিই একটি বিরাট ব্যাপার। এ অ্যাওয়ার্ড শুধু আমাদের নয়, ঠাকুরগাঁওবাসীর অর্জন। তিনি আরও বলেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এ অবস্থায় আসার জন্য ঠাকুরগাঁওবাসী সকলের প্রচেষ্টা রয়েছে। আমাদের একত্রিত হয়ে আরো অনেক কাজ করতে হবে, আরো অনেক অ্যাওয়ার্ড আনতে হবে।

আলোচনা সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর এক আনন্দ র‍্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালীতে ছিল বর্ণাঢ্য সব পরিবেশনা। এতে নেতৃত্ব দেন ইকো পাঠশালা ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ এবং ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। নানা রঙের কাঠের ঘোড়া, নৌকাসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে র‍্যালীতে অংশ নেয় ইকো পাঠশালা ও কলেজের শিক্ষার্থীরা। র‍্যালী শেষে বিকেলে ব্যান্ড সংগীতসহ বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করে ইকো পাঠশালা ও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

# শেকড়ের সন্ধানে ইএসডিও'র

শেষ পৃষ্ঠার পর

তীব্র শীত উপেক্ষা করেও উৎসবে যোগ দেন ঠাকুরগাঁও জেলার বিশিষ্টজনেরা। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে দেওয়া নিজেদের বক্তব্যে গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার তাগিদ দেন তারা। উৎসবে ছিল নতুন চালের হরেক রকমের পিঠার সমাহার। এসব পিঠার নামও বেশ মনোহরণকারী। বাঙালী সংস্কৃতির অংশ দেশীয় এসব পিঠার সমাহার দেখে বেশ মুগ্ধ হন আমন্ত্রিত অতিথিরা। তারা পিঠা প্রদর্শনী ষ্টল পরিদর্শন করেন। উৎসবে শিশুদের জন্য ছিল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। মেলায় শিল্পীদের লোকজ জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এমন ভাওয়াইয়া গানের প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসবের শুরু হয়। বেশ দরদ ভরা কণ্ঠে গান গেয়ে উৎসবকে মাতিয়ে রাখেন প্রতিযোগিরা। একই সঙ্গে চলে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। যেখানে শিশুরা রঙের শোভায় রাঙিয়ে তোলে ফুল, পাখি, গাছ ও প্রকৃতি। সঙ্গে ছিল দেশীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য আলপনা ও সাজসজ্জা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব রাম চন্দ্র দাস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম প্রকল্পের কর্মকর্তা ফরহাদ আলম, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব রাম চন্দ্র দাসের পত্নী মিতু রানী, ঠাকুরগাঁও জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়ালের পত্নী এলিজা শারমিন, ঠাকুরগাঁও জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জহুরুল ইসলামের পত্নী শাহনাজ পারভীন, সাবেক অধ্যক্ষ মনোতোষ কুমার দে, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (তৎকালীন) আখতারুজ্জামান প্রমুখ। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ইএসডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থী ও অন্যান্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব রাম চন্দ্র দাস বলেন, আমরা ধীরে ধীরে শেকড় থেকে সরে যেতে বসেছি। আজকে অনেকেই শেকড়কে অস্বীকার করে। কিন্তু আমাদের শেকড়ের কাছেই থাকা উচিত। এ জন্য গ্রামীণ ঐতিহ্যকে ধারণ করা দরকার। এই পৌষ মেলা ও পিঠা উৎসব আমাদের শেকড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চাই আমাদের পরিচয়। পিঠা সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। তিনি এমন মনমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের জন্য ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাগত বক্তব্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, আজকে যথার্থ দিনেই এই পৌষ মেলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা আমাদের উৎসবে গ্রামীণ মানুষের জীবনকে ফুটিয়ে তুলে শেকড়ের সন্ধান করি।

**পৌষমেলায় দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ধামের গান**

গত ৮ জানুয়ারি (সোমবার) পৌষমেলায় দ্বিতীয় ও সমাপনী দিনে মূল আকর্ষণ ছিল উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত লোকনাট্য 'ধামের গান'। ঠাকুরগাঁও জেলা শহর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে পূর্ব আক্চায় অবস্থিত লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরে জেলার সদর উপজেলার আক্চা ইউনিয়নের স্থানীয় এক নাট্যদল ওই ধামের গান পরিবেশন করে। যার নাম- 'অধম চাষা ও ফান্দেশ্বরী'। গানের তালে তালে ফুটিয়ে তোলা হয় লোকনাট্যটি। কৃষি কেন্দ্রিক লোকজ জীবনের দারিদ্রতা, ক্ষুধাবোধ, ভালবাসা ফুটে ওঠে ওই লোকনাট্যে।

সমাপনী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন লেখক, প্রকাশক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক, ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার ছাড়াও ঠাকুরগাঁও এর বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

# পিকেএসএফ'র অর্থায়নে ও ইএসডিও'র বাস্তবায়নে রানীশংকৈলের বাচোরে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলায় আয়োজন করা হয় চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প। ২১ জানুয়ারি রবিবার উপজেলার ০৫ নং বাচোর ইউনিয়নের কাতিহার উচ্চ বিদ্যালয়ে এই চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সমৃদ্ধি প্রকল্প কর্মসূচি এই চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পটির আয়োজন করে। যার সহযোগিতায় রয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) প্রকল্পের আওতায় ওই ক্যাম্পে সর্বমোট ৪৭০ জন রোগী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা পান। যার মধ্যে ৫৮ জন রোগীর দিনাজপুর গাওসুল আজম বিএনএসবি আই হসপিটালে বিনামূল্যে ছানী অপারেশন করানো হয়।

ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক মো: সইদুল হক। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ০৫ নং বাচোর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জীতেন্দ্রনাথ বর্মন, কাতিহার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: হুমায়ুন কবির, ইএসডিও সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর মো: আইনুল হক, রানীশংকৈল জোনের জোনাল ম্যানেজার মো: আনোয়ার হোসেন, মো: মফিজুর রহমান মনি (পিসি সমৃদ্ধি আউলিয়াপুর), ০৫ নং বাচোর রানীশংকৈল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: আল মামুনুর রশীদ ও সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো: আবু সাঈদ ও মোছা: শাহীন আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

চলতি বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া উন্নয়ন মেলা ২০১৮'তে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর স্টল।

# ইএসডিও ফ্যামিলি ডে, হাসি-আনন্দে একটি দিন

কোন আনন্দের কমতি ছিল না। নারী, শিশুসহ প্রাপ্ত বয়স্ক সকলের আনন্দের জন্যই ছিল পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। আনন্দ উল্লাসে মেতে, সহকর্মীদের সঙ্গে একটি দিন এভাবেই পার করে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) সকল উন্নয়ন কর্মী। গত ০৯ই ফেব্রুয়ারি ইএসডিও'র ফ্যামিলি ডে'র (পরিবার দিবস) চিত্র ছিল এমনই। ঠাকুরগাঁও শহর থেকে ২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘরে ইএসডিও'র ওই পরিবার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটিতে সকলের মধ্যে বাড়তি আনন্দ যোগ করে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ জামান, পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার এর উপস্থিতি।

সকাল থেকে পরিবার দিবস উপলক্ষে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরে উপস্থিত হয়ে হাসি, আনন্দে মেতে উঠে ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়ন কর্মী এবং তাদের পরিবার। শিশুদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘর। এ সময় শিশুদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতাসহ শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পুরুষ ও নারীদের জন্যও ছিল বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা। সারা দিন খেয়ে, খেলে, আনন্দ ও হাসিতে মেতে উঠেন ইএসডিও'র সকল উন্নয়নকর্মী ও তাদের পরিবারবর্গ।

বিকেলে ছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও ভাগ্য পরীক্ষা। অনুষ্ঠানে সকলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ জামান ও সংস্থার পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। অনুষ্ঠানে ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নকর্মী ছাড়াও সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসের কার্যক্রম এর শেষভাগে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ জামান বলেন, ইএসডিও একটি বৃহত্তর পরিবার। এ বিষয়টি আমরা অনুধাবন করেই প্রতি বছর সংস্থার এই পরিবার দিবস পালন করে আসছি। ইএসডিও পরিবার উন্নতি করলে দেশেরও উন্নতি হবে বলে এ সময় উল্লেখ করেন তিনি। ইএসডিও'র পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার তার বক্তব্যে ইএসডিও পরিবার দিবসে অংশ নেয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে ইএসডিও'র উত্তরোত্তোর উন্নতি কামনা করেন তিনি।

গত ০৮ ফেব্রুয়ারি স্কীল ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং কোর্সের উদ্বোধন করেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

গত ১লা মার্চ জাপান দূতাবাসের কনসালটেন্ট, জি জি এস এস পি নাফিসা শামিম রোদমিলা ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল এবং ইএসডিও প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। একটি উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানানো হয়। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালের কক্ষ, টয়লেটসহ প্রতিটি কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। তিনি কম্পিউটারের ডাটাবেজে থাকা রোগীদের তথ্য যাচাই করেন। একই সঙ্গে রোগীদের বিল, রেজিষ্টার দেখেন ও বর্হিবিভাগের রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

# পিকেএসএফ ও ইএসডিও'র যৌথ অর্থায়নে প্রবীণ ব্যক্তিদের মৃত্যুর সৎকারে নগদ অর্থ প্রদান

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন ও ৩ নং আক্চা ইউনিয়নে প্রচন্ড শীতের কারনে প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যুর সৎকারের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) যৌথ অর্থায়নে ওই অর্থ প্রদান করে। ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুই ইউনিয়নে ওই ৮ জন অসহায় প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গত ১৪ জানুয়ারি, রোববার দুই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে মৃত ব্যক্তিদের স্বজনদের কাছে ওই নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়।

সকালে ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত উনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আতিকুর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মো: শরিফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র এপিসি জোনাল ম্যানেজার কৃষ্ণ কুমার রায়, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর ও ফোকাল পার্সন শাহ মো: আমিনুল হক, ইএসডিও'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর আইনুল হক, ইএসডিওর সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রকল্প সমন্বয়কারী মোফিজুর রহমান মনি, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি শ্রী ধনিচরন বর্মন প্রমুখ। এ সময় অসহায় ০৫ জন প্রবীণ মৃত ব্যক্তির পরিবার সমূহকে তাদের মৃত সৎকার বাবদ নগদ ২ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। টাকা পেয়ে মৃত প্রবীণদের স্বজনেরা ইএসডিও এবং পিকেএসএফ'কে ধন্যবাদ জানান। দুপুরে ৩ নং আকচা ইউনিয়নের ০৩ জন মৃত্যু প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারকেও নগদ ২ হাজার টাকা করে মোট ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মসূচি সংগঠক লাল বাবু।

## ইকো পাঠশালার শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী ভালবাসা দিবস উদযাপন

# গরীব রোগীদের ফল ও ফুল বিতরণ

ভালোবাসা দিবস। প্রতিবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর সব দেশেই দিনটিকে মহাসমারহে উদযাপন করা হয়। তবে এক ব্যতিক্রমী ভালবাসার উদাহরণ সৃষ্টি করছে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের কিছু শিক্ষার্থীরা। ওই শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'ইচ্ছে পূরণ' সেই দিন 'তাদের হাসি', 'আমাদের খুশি" এই স্লোগানে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে অসুস্থ্য রোগীদের মধ্যে বিতরণ করে ফল ও ফুল। এ যেন ভালবাসা দিবসে মানুষের জন্য এই স্কুল পড়ুয়াদের প্রাণ খোলা ভালবাসার নিদর্শন।

এ বিষয়ে সংগঠনটির সভাপতি মাশরাফি রাশীদ মিথিল জানান, ভালবাসা শুধু প্রেমিক যুগলের জন্য নয়। ভালবাসা দিবসে প্রয়োজন মানুষের জন্য ভালবাসা। আর এ জন্যই আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতালে থাকা গরীব রোগীদের সঙ্গে আমাদের ভালবাসা ভাগ করে নিয়েছি। এই কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আক্তারকে ধন্যবাদ জানাই' বলেন তিনি। তিনি জানান, এই টিমটি গরীবদের শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসাসহ আরো নানা বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

ইচ্ছে পূরণ সংগঠনের পক্ষ থেকে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের গরীব রোগীদের মধ্যে ১০০টি আপেল, ১০০টি কলা ও ১০০টি গোলাপ ফুল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা: মোঃ রেজাউল করিম শিপলু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সুব্রত কুমার সেন। ইচ্ছে পূরণ সংগঠনের অন্য সদস্যরা হলেন- সংগঠনের সদস্য ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ওয়াশিম আহম্মেদ, ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সামাইন বিনতি, নূরানী, সাগর, আরিন, সীপুল।

# শিক্ষার্থী বিকাশে ইএসডিও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শেখা

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর বাস্তবায়নে জানুয়ারি মাসব্যাপী ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় আয়োজন করা হয় পৌষমেলা ও পিঠা উৎসব, গণিত মেলা, চিত্রাঙ্কন ও সুন্দর হাতের লেখা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। যার সহযোগিতায় ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। এই প্রতিযোগিতাগুলোর উদ্দেশ্য হলো হারিয়ে যেতে বসা বাঙালী সংস্কৃতির সঠিক চিত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরা ও তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ।

পিকেএসএফ ও ইএসডিও'র এই উদ্যোগ শিশুদের 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ভূমিকা রাখবে' বলে ভিন্ন ভিন্ন ওই প্রতিযোগিতা গুলোতে বক্তারা তাদের বক্তব্য বলেন।

দুই জেলা ব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতাগুলোতে সকল উপজেলাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় উদ্দীপনা আর উচ্ছ্বাস। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শীতকালীন গ্রামীণ দৃশ্য অংকনে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। নিজেদের সৃজলশীলতার পরিচয় রেখে তারা রং পেন্সিলে আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলে শীতের কুয়াশা, খেঁজুর গাছ, গ্রামীণ ধানের মাঠ তথা শীতের সকাল। সুন্দর হাতের লিখা প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা মন ও মনন মিশিয়ে সুন্দরভাবে হাতের লিখা উপস্থাপন করে। এর পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিতের সমাধান নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় গণিত মেলা। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দ্রুত সমাধান করে এক একটি গণিতের। কুইজ প্রতিযোগিতার চিত্রও ছিল বেশ চমৎকার। শুধুমাত্র পঞ্চগড় জেলায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুরে এ উৎসবকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উচ্ছ্বাস। ১৪ জানুয়ারি, রবিবার উপজেলা চত্বরে সারা দিনই চলেছে পিঠা বানানোর ধুম। স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণ করে হরিপুরের ৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম। *বাকী অংশ ১২ পৃষ্ঠায়*

# শিক্ষার্থী বিকাশে ইএসডিও

রানীশংকৈলে ১৫ জানুয়ারি, সোমবার উপজেলা চত্বরে আয়োজিত উৎসবে বিদ্যালয় থেকে দল বেঁধে এসে ইএসডিও'র বাস্তবায়িত ওই প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। উপজেলার ৮টি বিদ্যালয়ের সাড়ে ৩'শ এর অধিক শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতা শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও এর সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য সেলিনা জাহান লিটা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার মো: নাহিদ হাসান, উপজেলা চেয়ারম্যান আইনুল হক, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার পুতুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: তাজউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঠাকুরগাঁও এর সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য সেলিনা জাহান লিটা শিশু বিকাশের জন্য এমন প্রতিযোগিতা ও পৌষ মেলার আয়োজন করায় ইএসডিও ও তার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের বিকাশে ওই প্রতিযোগিতা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। আলোচনায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ইএসডিও যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার জন্য তারা অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য। বক্তারা শিশুদের বিকাশের এমন কার্যক্রম আরো নেয়ার জন্য পিকেএসএফ ও ইএসডিও'কে আহ্বান জানায়।

পীরগঞ্জে গত ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার উপজেলা চত্বরে আয়োজিত প্রতিযোগিতাগুলোতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

বালিয়াডাঙ্গীতে ১৭ জানুয়ারি, বুধবার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা চত্বরে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। যা নিয়ে ব্যাপক উচ্ছ্বসিত ছিল শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাগুলো ১৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার ৮টি বিদ্যালয়ের ৩'শ এর অধিক শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (তৎকালীন) মোঃ আখতারুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর শাহ মো: আমিনুল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, এই প্রতিযোগিতাগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে। প্রতিযোগিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়াই বড় কথা নয়। এই প্রতিযোগিগুলো প্রত্যেকটি প্রতিযোগী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবন গড়তে অনেক কাজে লাগবে।

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারীতে ২১ জানুয়ারি, রবিবার অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাগুলোতেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল প্রবল আনন্দ ও উৎসাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মীরা রানী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তোবারক হোসেন।

বোদায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা বোদা মডেল পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজন করা হয়। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুল্লাহ। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলী বেগম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় ২৪ জানুয়ারি বুধবার অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলা শিক্ষা অফিসার শঙ্কর কুমার ঘোষ। উপজেলা চত্বরে অনুষ্ঠিত ওই প্রতিযোগিতাগুলো শেষে উপস্থিত বক্তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওই প্রতিযোগিতার জন্য পিকেএসএফ ও ইএসডিও'র প্রশংসা করে বলেন, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু শিখতে পারছে। তাদের জ্ঞানের পরিধিও বাড়ছে। মেধা ও নেতৃত্ব বিকাশেও বেশ কাজে দিবে ওই প্রতিযোগিতাগুলো।

দেবীগঞ্জে ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা উপজেলার ডা. মেজর (অব.) তনবিরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান পরিমল কুমার দে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লুৎফুল নাহার লাকী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. সলিমউল্লাহ।

## ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ইএসডিও'র ল্যাপটপ উপহার

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদায়ী প্রধান শিক্ষক আখতারুজ্জামানের হাতে একটি ল্যাপটপ তুলে দেন ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। বৃহস্পতিবার (৮ মার্চ) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে ওই ল্যাপটপটি ইএসডিও'র পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, যা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দসহ ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

### আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ইএসডিও'র আলোচনা

# নারী-পুরুষ সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ

নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আর পারস্পারিক ভেদাভেদ ভুলে সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই তা (সমাজ) সুন্দর হবে। ৮ই মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) ওই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যার স্লোগান ছিল ''সময় এখন নারীর; উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরে কর্মজীবনধারা''।

সভায় আলোচনায় অংশ নেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ জহুরাতুন্নেসা। এ ছাড়াও ইএসডিও'র বিভিন্ন স্তরের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও জেন্ডার সেলের সভাপতি ও সংস্থার পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার।

সভায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, আমরা একটি পারস্পারিক সমাজে বিশ্বাস করি। যেখানে কোন বৈষম্য থাকবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা এমন একটি সমাজ চাই যেখানে নারী ও পুরুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। আমরা চাই, নারী পুরুষ কেউই যেন বৈষম্যের শিকার না হয়।

তিনি বলেন, ইএসডিও সব সময় নারী বান্ধব হিসেবে নিজেকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে। আর এ জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি ইএসডিও'র সকল উন্নয়ন কর্মীকে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জীবন থেকে সকলকে শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি নারী ও পুরুষ কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হয়, সে দিকে নজর রাখার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আলোচনায় সভায় সভাপতির বক্তব্যে ইএসডিও জেন্ডার সেলের সভাপতি ও সংস্থার পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার নারী-পুরুষ সমতা আনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নারী ও পুরুষের সমতা আনতে উভয়কেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ নারী-পুরুষের সমতা আনতে বিশেষ সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা রয়েছে বলেই নারী দিবস এখনও পালিত হচ্ছে।

ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ জহুরাতুন্নেসা বলেন, ইএসডিও'তে নারী কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকেই সহজে বুঝতে পারা যায় সংস্থাটির কর্ম পরিবেশ কতটা নারী সহায়ক। আলোচনায় বক্তারা বলেন, নারী-পুরুষের সমতা আনার জন্য, পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন করতে হবে। বক্তারা বলেন, সমাজে নারীরা এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে থাকে। নারীদের এই নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে পুরুষদের কাজ করে যেতে হবে।

# ইএসডিও'তে সমাজ কর্ম দিবসে র‍্যালী ও আলোচনা

'কমিউনিটি ও পরিবেশগত অবস্থার টেকসই অগ্রগতি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আন্তজার্তিক সমাজ কর্ম দিবস পালন করেছে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। দিবসটি উপলক্ষ্যে গত ২০ মার্চ, মঙ্গলবার বিকেলে ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশন কর্তৃক "সামাজিক কর্ম দিবস" ১৯৮৩ সালে প্রথম যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম প্রতিষ্ঠান যেমন: *International Association of School of Social Work (IASSW)* এই সামাজিক কর্মদিবসের একটি সহযোগি সংস্থা হিসেবে যোগদান করে। সামাজিক কর্ম দিবসটি, সামাজিক কর্ম বর্ষপুঞ্জিতে সমাজ কর্মীদের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও কমিউনিটির মাঝে পেশাগত উন্নয়নে ব্যাপকভাবে ভূমিকা পালন করছে। এই দিনটি প্রতি মার্চ মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার পালিত হয়ে আসছে। এই দিনে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলো তাদের কার্যক্রমের সামাজিক গুরুত্ব রাষ্ট্র এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরে। সামাজিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনগুলো সমাজে টেকসই উন্নয়ন ঘটায়। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের ন্যায় ইএসডিও প্রতিবছর এই দিনটি যথাযথ গুরুত্বের সহিত পালন করে আসছে এবং দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালীটি সংস্থা চত্বর ও শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে ইএসডিও'র চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে এক আলোচনায় দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ জহুরাতুন্নেসা, ইএসডিও'র এপিসি আবুল মনসুর সরকার, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর শাহ মো. আমিনুল হক, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের সমাজ কর্ম বিভাগের শিক্ষক মোশারফ হোসেন। আলোচনায় বক্তারা বলেন, 'সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই হল সমাজ কর্ম। মানুষের দরিদ্রতাসহ বিভিন্ন সংকট দূর করাই হল সমাজ কর্মের কাজ'। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সমাজকর্ম স্বীকৃতিলাভ করে নি। তবে আগের চেয়ে সমাজকর্ম অনেক এগিয়েছে বলে মত দেন তারা। সমাজকর্ম মানে হল মানুষের সেবা করা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, 'ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান তার ছাত্র জীবন থেকেই মানুষের কল্যাণে ব্রত হয়েছেন। তিনি সে সময় থেকেই মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন। যার প্রতিফলন আমরা এই সংস্থার বিভিন্ন কর্মকান্ডে দেখতে পাই'। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, সমাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমরা সকলেই সমাজের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারি।

# সহযোগিতায় যে ভাবে গতি পেল মামুনের জীবন

মামুন ইসলাম। লালমনিরহাট জেলার, হাতিবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়ননের ঠ্যাংঝাড়া গ্রামের বাস করে। সে রাফাত জলিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন কম দৃষ্টি সম্পন্ন ছাত্র। মামুন একটি দরিদ্রতম পরিবার থেকে এসেছে এবং সে পরিবারের পাঁচ সদস্যদের সঙ্গে থাকে। তার বাবা একজন তীব্র পক্ষাঘাতগ্রস্থ মানুষ। এর আগে মামুন উভয় চোখ দিয়ে কিছুই ভাল করে দেখতে পেত না। সে জন্য তার পড়ালেখা সম্পূর্ণভাবে তার জন্য বোঝা হয়ে গিয়েছিল। সে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছিল না। যার ফলে তার ক্লাস রোল ৪ থেকে ১৭ হয়ে গিয়েছিল। পরে ২০১৫ সালের শুরুতে সাহায্যকারী সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) ডিএমআইপি প্রকল্প থেকে কাঁচের একটি চশমা প্রদান করা হয়। তখন সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তো। এই সহজ সহায়তাকারী যন্ত্র এবং পারিপার্শ্বিক সহায়তা তার স্কুলের নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং দিন দিন ভাল ফলাফল করতে তাকে সহযোগিতা করে। সে প্রমাণ করে যে, কোন অক্ষমতা পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের অন্তরায় নয়। ফলস্বরূপ সে পঞ্চম শ্রেণীতে ৭ম স্থান অধিকার করে এবং পিএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এ গ্রেড তথা জিপিএ ৩.৮৫ অর্জন করে। এ বিষয়ে মামুন বলেন, 'এখন আমি স্পষ্টভাবে সবকিছু দেখতে পাই। এতে আমাকে সহায়ক যন্ত্রটি (চশমা) সাহায্য করে থাকে। আমি আমার রেজাল্ট জিপিএ ৩.৮৫ এর জন্য খুব খুশি বোধ করছি। এই অনুপ্রেরণা আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্খায় পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করবে। যদিও বিগত কয়েকটি বছর পুরোপুরি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার জন্য। তখন আমি আমার ভবিষ্যত নিয়ে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পরেছিলাম।

# ইএসডিও'র বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়নের পথযাত্রী গোতামারী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

ইএসডিও'র বাস্তবায়নে ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগীতায় ২০১২ সালের মার্চ হতে (ওমেন এন্ড দিয়ার চিলড্রেনস হেলথ) ওয়াচ প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে গোতামারী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠিত হওয়ার পর প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত কমিটির সদস্যগণ তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারে। ইউনিয়নে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকল্পে ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন তা তারা উপলব্ধি করে। এরই ধারাবাহিকতায় ওই কমিটি তাদের ইউনিয়নে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

যেমন:- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়মিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকর করা, ৭ দিনে ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা, ২ জন দক্ষ সিএসবিএ নিয়োগ করা, বাড়ীতে ডেলিভারি বন্ধ করে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি নিশ্চিত করা, এলাকার সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতন করা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সেবা গ্রহণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। সে সময় এলাকায় ওই প্রকল্পটি জনগনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। প্রকল্পটি পরিদর্শনে আসেন সংস্থার মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। প্রকল্পের ফলাফল তথা ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো তাকে মুগ্ধ করে। প্রতিদান স্বরূপ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কমিটিকে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) অনুদান প্রদান করেন। যা দিয়ে সেবা নিতে আসা লোকজনের অপেক্ষা করার জন্য বসার ঘর এবং কমিটির নিয়মিত মাসিক সভার স্থান নির্মাণ করা হয়।

অতঃপর, ওয়াচ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয় এপ্রিল ২০১৫ সালে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কার্যক্রমকে চলমান রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা বাধাঁ প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর জুলাই ২০১৭ সালে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহায়তায় আবারও ইএসডিও স্ট্রেনদেনিং কমিউনিটি মেনেজড হেলথ কেয়ার প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হলে এলাকার মানুষ আবারও আশার আলো দেখতে পায়। তারা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়। সাবেক কমিটি পুনঃগঠন করে সকল সদস্যের জন্য দুই দিনব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা করা হয়। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সচল রাখার জন্য টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়। যেখানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও টেকসই সেবার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা হয়। কমিটি নতুনভাবে তার জীবনী শক্তি ফিরে পেয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বতস্ফূর্ত দায়িত্ব পালন করা শুরু করে। স্বল্প সময়েই তারা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার তহবিল সংগ্রহ করে। যা রোগীদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় একটি সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে একটি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করে যা ঝুঁকিপূর্ণ রোগী রেফার করার কাজে ব্যবহার হচ্ছে ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে। বর্তমানে তাদের একটি প্যাথোলজি কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে প্রসব জনিত ছোটখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। যাতে করে এলাকাবাসীকে ভোগান্তির স্বীকার হতে না হয়। কমিটি আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বাড়ীতে প্রসব করাতে গিয়ে যদি কোন মা ও শিশুর মৃত্যু হয় তাহলে ওই পরিবারের অভিভাবকগণকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। কমিটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, এলাকার মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাসকল্পে, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অনিবার্য। তাই ইউনিয়নের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে জন সাধারণের অংশগ্রহণের উপর কমিটির সদস্যরা সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন।

এই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেটির ২০১৩ সাল হতে চলতি বছরে (২০১৮) ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই হাজার আশি সফল নরমাল ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে। ১৪০৮২ জন মাকে এএনসি সেবা ও ২৪৩৮ জন মাকে পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০৪৯২ জন কিশোর-কিশোরীকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান ও ৪৯৮ জন মা ও শিশুকে উন্নত সেবার জন্য রেফার করা হয়েছে। কমিটির এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থেকে এটি নিঃসন্দেহে অনুধাবন করা যায় যে, টেকসই সেবা প্রদানে গোতামারী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

***Md. Aynul Haque***
Technical Coordinator-SCMHC project
ESDO, Hatibandha, Lalmonirhat

## ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ সপ্তাহের সমাপনী উৎসব

# গান-নাটক- নৃত্য-কবিতায় বাঙালী ঐতিহ্যের সমাহার

বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয়ে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ সপ্তাহের বার্ষিক সমাপনী উৎসব। গান, কবিতা ও নৃত্যে উপস্থিত সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের (গোবিন্দনগর) ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ চত্বরে ওই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ঠাকুরগাঁও জেলার ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বপ্নের বীজ বুনে দিতে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ অবদান রাখছে বলে নিজেদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন বক্তারা। শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অসামান্য সাফল্য রেখে চলেছে বলে মত দেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল অতিথিদের বক্তব্য ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় পর্বে ছিল ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় দলীয় নৃত্য, একক নৃত্য, দলীয় সংগীত ও একক সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের এই সব বর্ণাঢ্য পরিবেশনা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করে উপস্থিত সকল দর্শক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে একটি দলীয় গান পরিবেশন করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী শ্রাবন্তী রায়।

এর পর একে একে বাঙালী সাংস্কৃতিক চেতনামূলক ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে বেশ আনন্দিত করে। লোকগান থেকে রবীন্দ্র সংগীত, ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ড্যান্স, আবৃত্তি ও নাটিকা কিংবা আদিবাসী নৃত্য এমন সব মনোহর পরিবেশনায় দর্শকদের মাতিয়ে রাখে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান রচিত 'কাশিনাথ কবিরাজের নিশ্চিন্তপুর আরোগ্যলয়' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক (তৎকালীন) আব্দুল আওয়াল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপ পরিচালক মো: সিরাজুল ইসলাম, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার। এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ বি এম শাহাজাহান সিদ্দিকী, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (তৎকালীন) আখতারুজ্জামান, তৎকালীন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়ালের পত্নী এলিজা শারমিন। এ সময় জেলার বরেণ্য ব্যক্তি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক (তৎকালীন) আব্দুল আওয়াল বলেন, আমাদের এখন ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করার সময় এসেছে, যারা সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এ দেশ আরো উন্নত হবে, আর সে দেশকে নেতৃত্ব দেবে আমাদের সন্তানেরা।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, তোমাদের কথা বলা ও লেখা শিখতে হবে। কারণ পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর্ট আর নেই। একজন অভিভাবক তার সন্তানের মধ্যে যে স্বপ্নের বীজ বুনে দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠায় তা করতে ইকো পাঠশালা সক্ষম হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাচ্চাদের ওপর বইয়ের বোঝা চাপালে হবে না। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বিষয়টি তুলে ধরতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রংপুর বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপ পরিচালক মো: সিরাজুল ইসলাম বলেন, ইএসডিও, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ ও তার প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে নিয়ে আমার কাছে বিভিন্ন ফোরামে জানতে চাওয়া হয়। এ থেকেই বোঝা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি ও তার প্রতিষ্ঠাতা সমাজের জন্য কত ভাল কাজ করে যাচ্ছেন। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই অঞ্চলের মানুষকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে এ সময় আশা প্রকাশ করেন তিনি। যে গুণগত শিক্ষা প্রদান করা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তা ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ সরবারহ করছে বলেও এ সময় উল্লেখ করেন রংপুর বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপ পরিচালক। ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাচ্ছে। চলতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী এ্যাওয়ার্ডে পরিণত হবে।

ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার বলেন, তার প্রতিষ্ঠান সব সময়ে শিক্ষার সঙ্গে কো-কারিকুলাম কর্মকান্ডের গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। লেখা পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার সকল কো-কারিকুলাম কর্মকান্ডে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাতে আরো এগিয়ে যেতে পারেন এ জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কমনা করেন। পরে একটি স্মারক সম্মাননা ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসক (তৎকালীন) আব্দুল আওয়ালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল ঠাকুরগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য অপরাজেয় একাত্তরের একটি স্মারক বিশেষ অতিথি মো: সিরাজুল ইসলাম ও কামরুজ্জামানের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কলেজের ম্যাগাজিন আলোকিত ভুবনের মোড়ক উন্মোচণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর পরিদর্শন

লেখক, প্রকাশক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক গত ০৮ জানুয়ারি সোমবার ঠাকুরগাঁও জেলার পূর্ব আকচায় অবস্থিত ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি সহ অন্যান্য গ্যালারি পরিদর্শন করেন। এ সময় লোকায়ন জাদুঘরের চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান প্রতিটি গ্যালারি তাকে ঘুরিয়ে দেখান। মফিদুল হক লোকায়ন মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারিতে সংরক্ষিত বধ্যভূমির মাটি ও তার ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম, মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন চিঠিপত্র ও দলিল দেখে প্রশংসা করেন।

ইকো পাঠশালা ও কলেজের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড অর্জন

# আনন্দ র‍্যালী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইকো পাঠশালা এ্যান্ড কলেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় আনন্দ র‍্যালী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ৩০ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় সিক্ত হন ওই কলেজের অধ্যক্ষ এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ইএসডিও) পরিচালক প্রশাসন সেলিমা আখতার। ইকো পাঠশালা ও কলেজের মাঠে (গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও) তাকে ওই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ইকো পাঠশালা ও কলেজের এমন প্রাপ্তিতে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়। আনন্দ উৎসবে ছিল বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, ব্যান্ড সংগীত পরিবেশনা। *বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়*

রংপুর বিভাগীয় গ্রাম আদালত সম্মেলন গত ৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব ও করণীয় শীর্ষক ওই বিভাগীয় সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

গত ১লা মার্চ ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান লোকায়ন জীবনবৈচিত্র্য জাদুঘরে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার আঞ্চলিক ভাষা গ্যালারি ও আঞ্চলিক সংগীত গ্যালারি'র উদ্বোধন করেন। এই গ্যালারিতে দেশের ৬৪ জেলার আঞ্চলিক ভাষা ও সংগীত সংরক্ষণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সকল জেলার মানুষ নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় তাদের জেলার নিজস্ব গান বিষয়ে জানতে ও দেখতে পারবে।

# শেকড়ের সন্ধানে ইএসডিও'র পৌষ মেলা ও পিঠা উৎসব

নতুন প্রজন্মকে শেকড়সন্ধানী ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করতে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) দুই দিন ব্যাপী আয়োজন করে দ্বিতীয় পৌষ মেলা ও নবম লোকায়ন পিঠা উৎসব। যার সহযোগিতায় ছিল পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিএকএসএফ)। গতকাল ৭ জানুয়ারি (রবিবার) ঠাকুরগাঁও জেলা শহর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে পূর্ব আকচায় অবস্থিত লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘরে ওই মেলার আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসব ও পৌষ মেলার সমাপনী দিনের শেষ আকর্ষণ ছিল উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত লোকনাট্য ঐতিহ্যবাহী ধামের গান। *বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়*

প্রধান উপদেষ্টা
ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও
উপদেষ্টা
সেলিমা আখতার, পরিচালক প্রশাসন, ইএসডিও
সম্পাদক মন্ডলী
মো: মশিউর রহমান, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও
মো: সৈয়দ মাহবুবুল আলম, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও
সম্পাদক
মো: আল হেলাল, মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও
সহকারী সম্পাদক
মো: নাদিমুল ইসলাম, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইএসডিও